যে গল্প রাসূল ﷺ শুনিয়েছেন

আব্দুল হাই মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ

সত্যায়ন
প্রকাশন

সত্যায়ন
প্র কা শ ন

যে গল্প রাসূল ﷺ শুনিয়েছেন

গ্রন্থস্বত্ব © লেখক

প্রচ্ছদ : তাওহীদ
অনুলিপি ও সংযোজন : সত্যায়ন টিম
পৃষ্ঠাসজ্জা : আবদুল্লাহ আল মারুফ
প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০২৩

মুদ্রণ ও বাঁধাই সহযোগিতায়:
আইডিয়া প্রিন্টিং সলিউশন-০১৪০৩ ৮০০ ১০০

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি.কম, ওয়াফি লাইফ, আলাদাবই.কম

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য (গোল্ড) : ১১৮ টাকা

সত্যায়ন প্রকাশন
ইসলামি টাওয়ার (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা।
+৮৮ ০১৪০৫ ৩০০ ৫০০
+৮৮ ০১৯৬ ৮৮ 88 ৩৪৪
facebook.com/ sottayonprokashon
www. sottayon.com

সূচিপাতা

লেখক পরিচিতি ৬

জাদুকরের সেই ছেলেটি ৭

কথা শিখে জন্ম নিল যে শিশুরা ২২

অভিনব বিচার ৩৫

যে পুরস্কার সত্য ও সততার ৩৮

যে মহামানব ফেরেশতাকে
দিয়েছিলেন থাপ্পড়! ৪৬

মস্তবড় এক খুনির গল্প ৫০

এমন ব্যবসায়ী আর দেখেনি দুনিয়া ৫৭

মুক্তি ও সাফল্য মেলে যে আমলে ৬৭

বিস্ময়কর মীমাংসা ৭০

মহান এক দান ৭৩

একজন উটওয়ালার কায়-কারবার ৭৬

দুধে এল বন্যা ৮৩

১

জাদুকরের সেই ছেলেটি

অনেকদিন আগে এক রাজা ছিল। তার রাজদরবারে ছিল অনেক জাদুকর। সেকালে রাজারা তাদের দরবারে জাদুকরদের রাখত নিজেদের দাপট বোঝানোর জন্য। তাদের অনেকে আবার কালোজাদু জানত। সেই রাজদরবারের প্রধান জাদুকর বুড়ো হয়ে পড়ছিল। তাই একদিন সে রাজার কাছে এসে বলল, "রাজামশাই, আমাকে একজন বুদ্ধিমান ছেলে দিন। আমি তাকে আমার জাদুর সমস্ত কৌশল শিখিয়ে যাব।" তখন রাজা অনেক পছন্দ করে একজন বালককে তার কাছে পাঠিয়ে দিলো।

এরপর থেকে ছেলেটি প্রতিদিনই জাদু শেখার জন্য সেই জাদুকরের কাছে যেতে শুরু করল। কিন্তু এর মধ্যে ঘটল আশ্চর্য এক ঘটনা। জাদুকরের কাছে যাওয়ার পথে একদিন এক সাধক ব্যক্তির সাথে ছেলেটির দেখা হয়ে গেল। সাধক লোকটিকে তার

বেশ ভালো লাগল। তারপর থেকে ছেলেটি নিয়মিত সেই সাধকের কাছেও যেত তার কথা শোনার জন্য। কিন্তু সেখানে তার অনেকটা সময় পেরিয়ে যেত। এ কারণে সাধকের কাছ থেকে জাদুকরের কাছে যেতে দেরি হয়ে যেত ছেলেটির। জাদুকর তার কাছে দেরি হওয়ার কারণ জানতে চাইত। কিন্তু ছেলেটি এর কোনো কারণ বলতে পারত না। তাই জাদুকর তাকে খুব মারত।

একদিন ছেলেটি সেই সাধকের কাছে এসে বলল, "আপনার কথা শুনতে আমার ভালো লাগে। কিন্তু আপনার কথা শুনতে গিয়ে জাদুকরের কাছে যেতে আমার দেরি হয়। এ কারণে সে আমাকে মারধর করে। আপনি আমাকে এমন কোনো বুদ্ধি শিখিয়ে দিন, যেন জাদুকর আমাকে আর না মারে।"

তখন সেই সাধক বললেন, "দেখো, তুমি যেহেতু আমার কথা পছন্দ করো, শুনতে চাও, তাই আমি তোমাকে একটা বুদ্ধি শিখিয়ে দিচ্ছি। আমার এখানে আসার কারণে জাদুকরের ওখানে যেতে দেরি হলে তাকে বলবে, 'আমার বাড়ি থেকে আপনার এখানে আসতে দেরি হয়ে গেছে।' আর যদি বাড়ি যাওয়ার পথে আমার এখানে

২

কথা শিখে জন্ম নিল যে শিশুরা

দুই.

বনী ইসরাঈলের আরেকজন শিশু জন্মের পরপরই কথা বলেছিল। সেই শিশুটি সেকালের খুব বিখ্যাত মানুষ—জুরাইজের সময়কার। জুরাইজ ছিলেন বনী ইসরাঈলের অত্যন্ত পরহেজগার একজন ব্যক্তি। তিনি সবসময় আল্লাহর ইবাদাতে নিমগ্ন থাকতেন। নিবিড়ভাবে ইবাদাত করতে তিনি লোকালয় থেকে দূরে একটি ইবাদাতখানা তৈরি করলেন।

একদিন সেখানে তিনি সালাত আদায় করছিলেন। এমন সময় হঠাৎ তার মা কোনো এক দরকারে সেখানে এলেন এবং তাকে ডাকতে লাগলেন। এদিকে জুরাইজ তখন সালাতে নিমগ্ন। মায়ের ডাক শুনে তিনি সংশয়ে পড়ে গেলেন—সালাত শেষ

করবেন, নাকি মায়ের ডাকে সাড়া দেবেন। শেষমেশ তিনি মায়ের ডাকে সাড়া না দিয়ে সালাতই পড়তে থাকলেন। সন্তানের কাছ থেকে সাড়া না পেয়ে ফিরে গেলেন মা।

দ্বিতীয় দিন আবার এলেন তিনি। এবারও দেখলেন, ছেলে সালাত আদায় করছে। তিনি বারবার ডাকলেন, 'জুরাইজ...।' কিন্তু কোনো জবাব নেই। সেদিনও মায়ের ডাকে সাড়া না দিয়ে সালাতে মশগুল রইলেন জুরাইজ।

তৃতীয় দিনও একই ঘটনা ঘটল। এবার মা মনে মনে কষ্ট পেলেন। তিনি ছেলেকে বদদুআ দিলেন, 'তিন দিন এসে তোকে ডাকলাম, তুই সাড়া দিলি না! আল্লাহ যেন নষ্টা কোনো মহিলার মুখ না দেখিয়ে তোর মরণ না দেয়।'

পুরো এলাকায় ইবাদাতগুজার একজন ব্যক্তি হিসেবে জুরাইজের সুনাম ছিল। এর পাশাপাশি তার কিছু শত্রুও ছিল; যারা তাকে সহ্য করতে পারত না। এদিকে সেই এলাকায় ছিল একজন ব্যভিচারিণী নারী। একবার তার মাথায় খেলে গেল এক দুষ্টবুদ্ধি।

একদিন সেই ব্যভিচারিণী মহিলা জুরাইজের শত্রুদের কাছে গিয়ে বলল, "আমি কি

জুরাইজকে একটু পরীক্ষা করব? এরপর সমাজে ওর নামে কলঙ্ক ছড়িয়ে দেবো?" শত্রুরা খুবই উৎসাহ নিয়ে বলল, "অবশ্যই! তুমি যদি এমনটা করতে পারো, তা হলে তো দারুণ হবে। সমাজের সবখানে ওর প্রভাব বেড়েই চলেছে। সেটা তো আমরা মুখবুজে মেনে নিতে পারি না।"

ওই নারী ছিল অসম্ভব সুন্দরী। সে জুরাইজকে বিভিন্নভাবে প্রলুব্ধ করতে চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। জুরাইজ মহিলার দিকে একবার ফিরেও তাকালেন না। মহিলা কোনোভাবেই পেরে উঠল না। এবার সে নতুন একটা ষড়যন্ত্র আঁটল। জুরাইজের ইবাদাতখানার পাশেই একজন রাখালের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হলো সে। এতে ওই ব্যভিচারিণী নারী গর্ভধারণ করল, সন্তানও জন্ম দিলো।

জুরাইজের শত্রুরা ওই মহিলার কাছে এই সন্তানের বাবার পরিচয় জানতে চাইল। কিন্তু সে চুপচাপ, কিছুই বলে না। অবশেষে যখন অনেক লোক জড়ো হয়ে গেল, তখন সে বলল, "ওই জুরাইজ হলো এই সন্তানের বাবা।" এ কথা শুনে লোকেরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। সবাই হামলে পড়ল জুরাইজের ওপর। তার ইবাদাতখানা ভেঙে ফেলা হলো।

৪

যে পুরস্কার সত্য ও সততার

এবারের গল্পটি বনী ইসরাঈলের তিনজন লোককে নিয়ে। এদের একজনের ছিল কুষ্ঠরোগ। তার সারা শরীরে ঘা হয়ে গিয়েছিল। তার গায়ের চামড়া সাদা হয়ে গিয়েছিল। এ কারণে তাকে খুব খারাপ দেখাত। মানুষও তাকে ভীষণ ঘৃণা করত। দ্বিতীয় ব্যক্তিটির মাথায় ছিল টাক। মাথার চুল পড়ে গিয়ে তাকে বিশ্রী দেখাত। সমাজের কেউ তাকে পছন্দ করত না। তৃতীয় ব্যক্তিটি ছিল অন্ধ। চোখে দেখতে পেত না বলে সমাজে তার কোনো প্রভাবও ছিল না। সে কোনো কাজও করতে পারত না। তাকে অন্যের ওপর নির্ভর করে থাকতে হতো।

এ অবস্থাতেই আল্লাহ তাআলা তাদের পরীক্ষা নিতে চাইলেন। তিনি একদিন এক

৬

মস্তবড় এক খুনির গল্প

এই গল্পটি বনী ইসরাঈলের এক লোকের। সে ছিল মস্তবড় একজন খুনি, বিরাট পাপী। কথায় কথায় সে মানুষকে খুন করে ফেলত। এভাবে এক এক করে সে নিরানব্বই জন মানুষকে মেরে ফেলল। কিন্তু শততম খুনের আগেই তার মন কেমন যেন পালটে গেল। ভাবল, সে আর মানুষ খুন করবে না। মানুষ মারার মতো এমন জঘন্য কাজ এবার সে পুরোপুরি ছেড়ে দেবে।

কিন্তু এ পাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ তার জানা ছিল না। উপায় খুঁজে পেতে তার মন ছটফট করতে লাগল। সে ঠিক করল, কোনো ভালো মানুষের সাথে দেখা করে সমাধান চাইবে। এ উদ্দেশ্যে সে তার ঘর থেকে বের হলো। পথে যেতে যেতে তার সাথে এক পাদরির দেখা হয়ে গেল। সে পাদরিকে তার জীবনের ঘটনাগুলো খুলে

৭

এমন ব্যবসায়ী আর দেখেনি দুনিয়া

এবারের গল্পটি বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তির। সে ছিল একজন ব্যবসায়ী। হঠাৎ করেই একবার সে বেশ অভাব-অনটনে পড়ে গেল। ব্যবসার জন্য তার বেশকিছু টাকার দরকার হয়ে পড়ল। অন্য কোনো উপায় না দেখে সে ঋণ করার কথা ভাবল।

ঋণের জন্য সে গেল আরেক ব্যবসায়ীর কাছে। তার কাছে গিয়ে বলল, "আমাকে কি তুমি এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা দেবে, ভাই?" ব্যবসায়ী লোকটি বলল, "হ্যাঁ অবশ্যই, আমি তোমাকে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিতে পারব। তবে তার আগে তুমি কিছু লোককে সাক্ষী হিসেবে নিয়ে আসো।" তখন ওই ব্যক্তি বলল, "আল্লাহই তো আমাদের জন্য উত্তম সাক্ষী।" এ কথা শুনে ব্যবসায়ী লোকটি একটু চুপ হয়ে রইল।

৮

মুক্তি ও সাফল্য মেলে যে আমলে

একবার তিনজন লোক পথ চলছিল। এমন সময় হঠাৎ বৃষ্টি নামল। বৃষ্টি থেকে বাঁচতে তারা এক পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিল। সে সময় পাহাড়ের ওপর থেকে বিশাল একখণ্ড পাথর আচমকা এসে পড়ল ঠিক তাদের গুহার মুখে। এতে গুহার মুখটা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেল। ঘটনার আকস্মিকতায় তারা হকচকিয়ে গেল। এখান থেকে এখন বেরোবে কীভাবে তা ভেবে তারা হয়রান।

অবশেষে তারা এই বিপদ থেকে নিস্তার পাওয়ার একটা উপায় বের করল। তারা তিনজন সিদ্ধান্ত নিল, নিজেদের করা ভালো কাজগুলোর ওসিলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দুআ করবে। তারা কেবল সেসব কাজেরই ওসিলা দেওয়ার কথা ভাবল, যেগুলো তারা কেবলই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করেছে।

১০

মহান এক দান

একবার এক ব্যক্তি এক মরুভূমিতে ছিল। এমন সময় হঠাৎ সে মেঘের মধ্য থেকে একটা আওয়াজ শুনতে পেল। মেঘ থেকে কেউ যেন এক ব্যক্তির নাম ধরে বলছে, "অমুকের বাগানে পানি দাও।" এরপর লোকটি খেয়াল করল, মেঘমালা যেন একটা নির্দিষ্ট দিকে সরে যাচ্ছে। একসময় মেঘ গিয়ে থামল একটা শুকনো জায়গার ওপর। সেখানে ওই মেঘ থেকে বেশ ভালোই বৃষ্টি বর্ষিত হলো।

তারপর লোকটি দেখল, সেখানকার নালাগুলোর মধ্যে একটি নালায় সমস্ত পানি চলে যাচ্ছে। তখন সে ব্যক্তি পানির ওই ধারার দিকে এগোতে লাগল। এভাবে যেতে যেতে সে একটি বাগানের কাছে পৌঁছল।

সেখানে লোকটি দেখল, একজন ব্যক্তি তার

একজন উটওয়ালার কায়-কারবার

মক্কায় অনেক ধরনের হাট বসত। এসব হাটে ইয়েমেন এবং সিরিয়া থেকে অনেকেই কাপড় বিক্রি করার জন্য আসত। তাদের কাছ থেকে কেনাকাটা করত আরবরা। একবার সেই হাটে একজন ব্যবসায়ী খুব সুন্দর একটা উট নিয়ে এল বিক্রি করার জন্য। উটটা এত সুন্দর ছিল যে, যে-ই ওটাকে দেখছিল, সে-ই পছন্দ করছিল। কিন্তু উটটা কেনার সামর্থ্য সবার ছিল না।

সেই হাটে আবুল হিকাম—যে ইসলামের ইতিহাসে আবূ জাহ্‌ল নামে পরিচিত—সে-ও এল কেনাকাটা করতে। সে উটটা দেখার পর এত বেশি পছন্দ করল যে, রাস্তার মধ্যেই বিক্রেতার সাথে দামাদামি করা শুরু করল। উট-বিক্রেতা ছিল ইরাস গোত্রের

সত্যায়ন
প্র কা শ ন

আমাদের প্রকাশিত সেরা কিছু বই

	বই	লেখক	মূল্য
০১	যে আফসোস রয়েই যাবে	শাইখ আব্দুল হাই মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ	২৮৮
০২	আমি কি তোমাদের জানিয়ে দেবো না?	শাইখ আব্দুল হাই মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ	২৫০
০৩	থামুন! পথ দেখাবে কুরআন	শাইখ আব্দুল হাই মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ	৩৩০
০৪	কুরআন থেকে নেওয়া জীবনের পাঠ	আরিফ আজাদ	৩৩০
০৫	ছোটদের ঈমান সিরিজ	হোসাইন-এ-তানভীর	৯৬০
০৬	ছোটদের প্রিয় রাসূল	হোসাইন-এ-তানভীর	৮৫০
০৭	ছোটদের আদব সিরিজ	হোসাইন-এ-তানভীর	৮৫০
০৮	ছোটদের আখলাক সিরিজ	হোসাইন-এ-তানভীর	৮৫০
০৯	আমার দুআ আমার যিকর (ফ্ল্যাশকার্ড)	হোসাইন-এ-তানভীর	নির্ধারিত ১৫০
১০	আমার সারাদিন (ছেলে)	হোসাইন-এ-তানভীর	১৫০
১১	আমার সারাদিন (মেয়ে)	হোসাইন-এ-তানভীর	১৫০